দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 12 JAN 2015
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

মডেল জাতিসংঘে ঢাবি শিক্ষার্থীরা

● অনীকা স্বাতীপ্রভা

মডেল ইউনাইটেড নেশন্স জাতিসংঘের আদলে নির্মিত একটি শিক্ষাসম্পূরক কার্যক্রম যেখানে অংশগ্রহণকারীরা কূটনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং জাতিসংঘ সম্পর্কে জানতে পারে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে পারিপার্শ্বিক জগত ও আন্তর্জাতিক অঙ্গন সম্পর্কে সচেতনতা, যৌক্তিক-বিতর্ক, সমঝতা ও পারস্পারিক সহনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাঁড়া বিশ্বে জাতি সংঘের আদলে নির্মিত মডেল ইউনাইটেড নেশন্স এর চর্চা হয়ে আসছে। বাংলাদেশ বিগত ১ দশক ধরে এই চর্চার সাথে সম্পৃক্ত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মডেল ইউনাইটেড নেশন্স অ্যাসোসিয়েশন (ডুমুনা) প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মডেল ইউএন সম্পর্কে সচেতনতা এবং কূটনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে।

এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি ভারতের উড়িষ্যায় আয়োজিত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ, উন্নয়ন প্রকল্প, নিরস্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাসহ গুরুত্বপূর্ণ ১০টি কমিটির সিমুলেশন করা হয়। সম্প্রতি শুরু হওয়া তিনদিনব্যাপী এই সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের ১০০০-এর অধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অংশগ্রহণ করে মোট ১১ জন শিক্ষার্থীর একটি দল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অংশগ্রহণকারীরা এতে তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় সাফল্য প্রদর্শন করেছে। তাদের মধ্য থেকে এমজে সোহেল জাতিসংঘের সাধারণ সভা-১ (নিরস্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা)-এর সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং মাহমুদা সুলতানা, অনীকা স্বাতীপ্রভা, লুবজানা আফরিন তাদের নিজ নিজ কমিটিতে পারফর্মেন্সের জন্য পুরস্কৃত হয়েছে।

বেস্ট ডেলিগেট পুরস্কার বিজয়ী মাহমুদা সুলতানা বলেন, যেকোনো 'মুনার'-এর জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজ দেশকে প্রতিনিধিত্ব করাটা একটা স্বপ্নের মত। এছাড়াও জাতিসংঘ নারী বিষয়ক পরিষদে অংশগ্রহণ করে এবং এতে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকা সত্তেও পুরস্কার পাওয়াতে আমার খুবই ভাল লাগছে। অপর পুরস্কার বিজয়ী লুবজানা আফরিন তার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, অত্যন্ত ভাল লেগেছে, এখানকার প্রতিযোগীরা এবং তাদের বিতর্কের ধরন খুবই উন্নতমানের।

ভবিষ্যতে আরো ভালো কিছু করার আশা ব্যক্ত করে রাফসান বলেন, এটা সম্পূর্ণ একটি নতুন অভিজ্ঞতা। এমন প্লাটফর্মে নিজ দেশকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ আমার আত্মবিশ্বাসকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। ডেভেলপমেন্ট স্টাডিস বিভাগের শিক্ষার্থী আশফাক বলেন, এই ধরনের শিক্ষা সম্পূরক কাজ আমাদের জানার আগ্রহকে বাড়িয়ে দেয়। তাই এমন সম্মেলনে আবারও অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন তিনি। ১৯ অক্টোবর শেষ হওয়া এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ ডুমুনা-এর জন্য একটি অন্যতম অর্জন হয়ে থাকবে।